❖ বক্রোক্তি অলংকার সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখো।

তমাল কান্তি পাল

বাংলা বিভাগ, ডোমকল কলেজ।

সংজ্ঞা:- বক্তার যেটি অভিপ্রেত অর্থ শ্রোতা যদি সেই অর্থ গ্রহণ না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করেন, তাহলে হয় বক্রোক্তি অলংকার।

অন্যভাবে বলা যায়, যেখানে বক্তব্যকে সোজাসুজি না বলে বাঁকাভাবে অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে বলা হয়, অথবা বক্তব্যকে সহজ অর্থে গ্রহণ না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করা হয়, সেখানে কণ্ঠভঙ্গি অথবা শ্লেষের কারণে এক ধরনের শ্রুতি মাধুর্যের সৃষ্টি হয়। এর নাম বক্রোক্তি অলংকার।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য:-

১. বক্রোক্তি (বক্র+উক্তি) শব্দের অর্থ বাঁকা কথা। সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য কবিরা দুই ধরনের কৌশল গ্রহণ করেন-ক) কাকু বা কণ্ঠভঙ্গি,খ) একটি শ্লেষ বা দ্ব্যর্থকতা (দুটি অর্থ)।

২. এই জাতীয় অলংকারের প্রধান লক্ষণ- বক্তা তাঁর বক্তব্যকে ঘুরিয়ে বলেন কাকু বা কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যে। ভঙ্গিটা এমন হয় যে, হ্যাঁ প্রশ্নবাক্য দিয়ে না-বোধক বক্তব্য অথবা না প্রশ্ন বাক্য দিয়ে হ্যাঁ-বোধক বক্তব্য প্রকাশ পায়, তাহলে হবে কাকু বক্রোক্তি।

৩. বক্রোক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, শ্রোতার তরফে বক্তব্যকে সহজ অর্থে গ্রহন না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করা।

বক্রোক্তি অলংকারের শ্রেণীবিভাগ:-

বক্রোক্তি অলংকার দুই প্রকার-অ) শ্লেষ বক্রোক্তি,আ) কাকু বক্রোক্তি।

অ) শ্লেষ বক্রোক্তি:- এই শব্দের নানা অর্থ গ্রহণের নাম শ্লেষ। এই জাতীয় শব্দের অর্থগত বৈচিত্রের উপর যে বক্রোক্তি নির্ভর করে তার নাম শ্লেষ বক্রোক্তি।শ্লেষ বক্রোক্তি অলংকারে বক্তা ও প্রতি বক্তার প্রয়োজন হয়।

এছাড়া, কোনো শব্দ বক্তা যে অর্থে প্রয়োগ করে, প্রতি বক্তা তা অন্য অর্থে গ্রহণ করে।শ্লেষ বক্রোক্তি সম্পর্কে মনে রাখতে হবে, বক্তার বক্তব্যের অভিপ্রেত তাৎপর্য বুঝেও যদি কৌতুক বা রমণীয়তা সৃষ্টির জন্য প্রতি বক্তা তাকে অন্য অর্থে গ্রহণ করে উত্তর দেন, তবেই শ্লেষ বক্রোক্তি অলংকার হয়।

উদাহরণ:-

বক্তা- বিপ্র হয়ে সুরাসক্ত কেন মহাশয়

শ্রোতা- সুরে না সেবিলে বল কেবা যুক্ত হয়।

ব্যাখ্যা:- এখানে সুরাসক্ত শব্দটির দুটি অর্থ। একটি হল- সুরা আসক্ত, অর্থাৎ দেবতার প্রতি আসক্ত। বক্তা যখন শ্রোতাকে প্রশ্ন করছেন যে, ব্রাহ্মণ হয়েও তিনি কেন মদের প্রতি আসক্ত; তখন শ্রোতা তাকে সুরাসক্ত কথাটির অন্য অর্থ গ্রহণ করে তাকে উত্তর দিলেন যে, দেবতাকে সেবা না করলে কিভাবেই - বা মুক্তি পাওয়া যাবে।

আ) কাকু বক্রোক্তি:- কণ্ঠস্বরের বিশেষ ভঙ্গির জন্য যখন বক্তার ইতিবাচক কথা নেতিবাচক অর্থে এবং নেতিবাচক কথা ইতিবাচক অর্থে প্রকাশিত হয়, তখন কাকু বক্রোক্তি অলংকার হয়।

যেমন- "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চাই হে- কে বাঁচিতে চায়?"

অর্থাৎ স্বাধীনতা হীনতায় কেউ বাঁচতে চায় না- এই হল বক্তার অভিমত। নেতিবাচক অর্থই এখানে প্রকাশিত হয়েছে। তাই এটি কাকু বক্রোক্তি অলংকার।